দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... OCT. 1 0 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ব্যাপক হারে ফেল করিবার কারণ ও তাহার প্রতিকার প্রসঙ্গে

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিগত কয়েক বছরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল আশাব্যঞ্জক নয়। গড় হিসাবে দেশে ৫০% ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর অকৃতকার্য হইতেছে। ইহাতে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক মহল মানসিক ও আর্থিক দিক দিয়া সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাইতেছে। কলেজের শিক্ষক সমাজও বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হইতেছেন। ইহা ছাড়া দুর্নাম ও লোকনিন্দায় ধৈর্যহারা হইয়া কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী আত্মহনন করিতেছে, কেহবা পাঠে সমাপ্তি টানিতেছে, কেহবা নিরুদ্দেশ হইতেছে। সদ্য গুণ সম্পন্ন কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরবর্তী বছর পাস করিতেছে কেহবা বিগত বছরের ফলাফল পুনরার্জন করতঃ সমাজ বক্ষে গর্হিত কর্মকাণ্ডে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ মোট পরীক্ষার্থীর অর্ধাংশ ফেল করায় গোটা সমাজ ইহার নেতিবাচক প্রভাবে ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ এই গরিব দেশটির হাজার হাজার অভিভাবকের কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকার বাৎসরিক এই অর্থ শূন্য অপচয় সত্যই বেদনাদায়ক। অথচ এমন তা হইবার কথা নয়। শিক্ষা বোর্ড যাহাকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর উপযুক্ততার সনদপত্র দিল, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে কত দিকবিদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ যাহাকে ভর্তি করিল, সুদীর্ঘ ২৪ মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণের কাছে যাহারা পাঠ গ্রহণ করিল, নকলের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের এই যুগে তাহাদের তো ফেল করিবার কথা নয়। বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করিলে অনেক কারণের মধ্যে মৌলিক যে কারণগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাহা হইল ঃ

১। মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিপক্কতা অর্জন না করা সত্ত্বেও পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বল ফাঁক-ফোঁকর দিয়া পাশ সনদপত্র অর্জন করা।

২। শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগী অথবা ক্লাসে নিয়মিত অনুপস্থিতি।

৩। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ও অনুশীলনের অভাব।

৪। স্বল্প মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তদনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে শ্রেণী শিক্ষকের অনীহা/ দক্ষতার অভাব।

৫। অভিভাবকের তত্ত্বাবধানের অভাব/ অনীহা বা অজ্ঞতা।

৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি ও তজ্জনিত শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের অনুকূল পরিবেশের অভাব এবং সর্বোপরি-

৭। প্রথম বর্ষের ৬টি পেপার অধ্যয়নশেষে দ্বিতীয় বর্ষের পুরা সময়ে তাহার অনুশীলন না হওয়া এবং দ্বিতীয় বর্ষের শেষে অপ্রস্তুত অবস্থায় একই সাথে ১২টি পেপা... রের উপর পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ক... া।

আমি ... মনে করি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর এই ব্যাপক ... অকৃতকার্যতার জন্য শেষোক্ত কারণটি বহুল... ংশে দায়ী।

উপরোক্ত ক... রণগুলোর মধ্যে ৬ষ্ঠ নম্বরটি নিরসনে বিগত সময়ে আমি বার কয়েক কথা বলিয়াছি। ... মদ্য সর্বশেষ বিষয়টির বিষয়ে বিনয়ের সহি... একটি প্রস্তাব রাখিতে চাহি- তাহা হইল উ... চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উভয় বর্ষেই অধিক পত্র... সমূহের উপর বোর্ড কর্তৃক পৃথক পৃথক পাবলি... ক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা এ... ং উভয় বর্ষের অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতেই পরীক্ষার্থীদের ফলাফল ঘোষণা করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে ... শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইবে এবং ব্যাপক হারে ফেল করিবার অ... ন্যান্য কারণগুলোর অপনোদন ও ত্বরা... ত হইবে। ইহার সহিত শিক্ষা অধিদপ্তর নির্দেশিত 'Semester পরীক্ষা পদ্ধতি' প্রতিটি কলেজে অনুসৃত হইলে তো-সোনায় সোহাগা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিষয়টি গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার জন্য সানুনয় নিবেদন জানাইতেছি।

এম, আবদুর রাজ্জাক
অধ্যক্ষ
বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ
ঝিকরগাছা, যশোর।